আজকের কাগজ

তারিখ 30 OCT 1991
পৃষ্ঠা ১ কলাম ৬

207

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের পরিস্থিতি নিয়ে গতকালও সংসদে উত্তেজনা

সন্ত্রাস বন্ধে আশার আলো দেখা যাচ্ছে না-স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী

সন্ত্রাসীদের কোনো দল নেই - তোফায়েল

কাগজ প্রতিবেদক ঃ স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী আবদুল মতিন চৌধুরী ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের পরিস্থিতি নিয়ে গতকাল মঙ্গলবার এক বিবৃতি দিলে এই বিষয়ে উপর্যুপরি তৃতীয় দিনের মতো উত্তপ্ত ও উত্তেজনাপূর্ণ বিতর্কের সূত্রপাত হয়। স্পীকার বার বার সংসদে শান্তি ফিরিয়ে আনার আবেদন করে প্রায় আধঘন্টা পর সফল হন। স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী তার বিবৃতিতে বলেন, 'একটি বিরোধী রাজনৈতিক দলের ছত্রছায়ায় একটি ছাত্র সংগঠন সুপরিকল্পিতভাবে শিক্ষাঙ্গনে সন্ত্রাস সৃষ্টি করছে।' আওয়ামী লীগের সাংসদরা এর তীব্র প্রতিবাদ করলে স্পীকার স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর বক্তব্যের পর আওয়ামী লীগের একজনকে বক্তব্য রাখার আশ্বাস দেয়ায় পরিস্থিতি শান্ত হয়। তার বিবৃতির পর তোফায়েল আহমেদ বলেন, 'সরকার সমঝোতার পরিবেশ চায় না, সন্ত্রাস বন্ধ চায় না- তাই এসব উত্তেজনা সৃষ্টি করছে। সন্ত্রাসীরা বিএনপি ছাত্রদলের দ্বারাই লালিত হচ্ছে।' স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী তার বিবৃতিতে বলেন, 'প্রতিদিন সন্ত্রাসী ঘটনা ঘটছে। বার বার পরীক্ষা পিছিয়ে যাচ্ছে, সেশন জট হচ্ছে। সন্ত্রাস বন্ধে কোনো আশার আলো দেখা যাচ্ছে না।' ২৭ অক্টোবরের ঘটনা বর্ণনা করে তিনি বলেন, 'বেলা ১২টা ৪৫ মিনিটে ছাত্রলীগের সশস্ত্র কায়েকজন কর্মী এবং ডাঃ মিলন হত্যার অভিযুক্ত আসামীরা ডাকসু ভবনে হামলা চালায় এবং তাদের গুলিতে দু'জন মারা যায়। পরবর্তীকালে ক্যাম্পাসে সান্ধ্য আইন জারি করে তল্লাশি চালানো হয় এবং এই তল্লাশি চালিয়ে ৪টি পাইপগান পাওয়া যায়।' তিনি দু'টি প্রেসনোটের কারণ ব্যাখ্যা করে বলেন, 'ঘটনার পর পরই প্রথম প্রেসনোট দেয়া হয়। পরবর্তীতে ছাত্রলীগকে যখন সন্ত্রাসের কারণ হিসেবে চিহ্নিত করা সম্ভব হয়, তখন দ্বিতীয় প্রেসনোট জারি করা হয়।' তিনি বলেন, 'শিক্ষাঙ্গনে সন্ত্রাস একটি রাজনৈতিক সমস্যা, প্রশাসনিক সিদ্ধান্ত দ্বারা সমস্যার সমাধান সম্ভব নয়। রাজনৈতিক ঐকমত্য ছাড়া সন্ত্রাস দমন সম্ভব না।' তিনি বলেন, 'এই সমস্যা সমাধানের জন্যে আমি দায়িত্ব নিয়েই বিরোধীদলের নেত্রী শেখ হাসিনাসহ বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের নেতাদের সঙ্গে আলোচনা করেছি। কিন্তু সমস্যার সমাধানের বদলে পরিস্থিতির অবনতি ঘটেছে।' তিনি বলেন, 'ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ঘটনার পর দেশের বিভিন্ন স্থানে ছাত্রলীগ ছাত্রদলের ওপর হামলা করছে।' তিনি বলেন, 'সমস্যার সমাধানের জন্যে দলীয় সংকীর্ণতার উর্ধ্বে উঠতে হবে।' স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী ২৮ অক্টোবর প্রধানমন্ত্রী ঢাকা মেডিকেল কলেজে গেলে কোনো অপ্রীতিকর ঘটনা ঘটেনি বলে উল্লেখ করে বলেন, ''পত্রিকাগুলো কাল্পনিক খবর লিখেছে।'

এই বিবৃতির উত্তরে আওয়ামী লীগের তোফায়েল আহমেদ বিবৃতিকে আপত্তিকর এবং দলীয় দৃষ্টিভঙ্গীসম্পন্ন বলে মন্তব্য করেন। তিনি বলেন, 'যেভাবে বিবৃতি দেয়া হচ্ছে তাতে সহযোগিতার পরিবেশ থাকছে না।' তোফায়েল আহমেদ বলেন, সন্ত্রাসীদের কোনো দল নেই। গতকাল আপনি- শোনেননি, 'মতিন তুই রাজাকার, এই মুহূর্তে বাংলা ছাড়।' তিনি বলেন, 'ছাত্রদলের চিহ্নিত সন্ত্রাসীদের সুগন্ধায় দেখা যায়, গাড়িতে পাওয়া যায়।' তোফায়েল আহমেদ বলেন, 'একজন সন্ত্রাসীকে সন্ত্রাসী বলেই চিহ্নিত করতে হবে, সে যে দলেরই হোক না কেন।' বক্তব্যের বৈধতা তোলেন কর্নেল (অবঃ) আকবর হোসেন এবং খন্দকার দেলোয়ার হোসেন। তারা কার্যবিবরণী থেকে তোফায়েল আহমেদের বক্তব্য বাদ দেয়ার দাবি করলেও স্পীকার তা গ্রহণ করেননি। এরপর বিশেষ অধিকারের প্রশ্ন তুলে তিনি বলেন, 'ঢাকা মেডিকেল কলেজে কোনো মন্ত্রীর হাতে নাকি জুতা দেয়া হয়েছে, 'আজকের কাগজ' লিখেছে।' তিনি বলেন, 'আজকের কাগজ, বাংলার বাণী, রূপালী কখনো সত্যিকথা লেখে না।' তিনি বলেন, '৯০ এর আন্দোলন নষ্ট করবার জন্যে শেখ হাসিনা চেষ্টা করেছিলেন, আর এখন গণতন্ত্রকে নস্যাৎ করার চেষ্টা করা হচ্ছে। তার বক্তব্যের পর সংসদে আওয়ামী লীগের সদস্যরা এ ব্যাপারে হৈ চৈ শুরু করেন। স্পীকার সবাইকে শান্ত হবার অনুরোধ করে এ বিষয়টির ইতি টেনে বলেন, 'সংসদের স্বাভাবিক এবং শান্তিপূর্ণ পরিবেশের জন্যে এ বিষয়ে কাউকে আর বক্তব্য রাখার সুযোগ দেয়া হবে না।'